সংবাদ

তারিখ 21 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সম্পাদকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

প্রতিনিধি, মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ)

মুক্তাগাছায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দাবি আদায়ে আদালতে রিট করার নামে সহকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায়, প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতি, বেতনের স্কেল নির্ধারণ করে দেয়ার নামে অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছেন সমিতির সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ শিক্ষক নেতারা। উপজেলা প্রথমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ফজলুল হক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক একেএম ওয়াদুদুর রহমান রিপনের দেয়া অভিযোগে জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকদের পরের ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকল সহকারী শিক্ষকরা আমরণ অনশনের কর্মসূচি নিয়েছে। এ কর্মসূচিকে নিরুৎসাহিত করে মুক্তাগাছা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আব্দুল জলিল ও সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কামাল শিক্ষকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হাইকোর্টে রিট করার নামে উপজেলার সকল সহকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করছে। এতে প্রায় ১২শ' শিক্ষকের নিকট থেকে প্রায় ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার কৌশল করছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২-১২-২০১৬ তারিখের উপানুষ্ঠানিক পত্র মূলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মোঃ সামীম আহসান স্বাক্ষরিত চিঠি নং - ০৭.০০.০০০.১৬১.৩৮.০০.০০০১.১৭-২৩১ তারিখ- ১৫-১১-১৭ খ্রি. এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণায়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদের উন্নীত বেতনস্কেল নির্ধারণে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া থাকলেও ঐ দুই শিক্ষক নেতা আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেয়ার কথা বলে উপজেলার ৪২ জন প্রধান শিক্ষকের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ হাজার করে টাকা নিচ্ছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শিক্ষক নেতারা সাধারণ শিক্ষকদের জিম্মি করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নেন। শিক্ষকদের বদলি বাণিজ্য, পেনশন দালালি, প্রশাসন দিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের হয়রানিতে ফেলে পূনরায় অর্থের বিনিময়ে সহায়তা করাসহ বিভিন্ন অনিয়মের সাথে ঐ দুই শিক্ষক নেতা বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

মুক্তাগাছা

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ আব্দুল জলিল প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা কোন টাকা নিচ্ছেন না বলে দাবি করে বলেন, প্রধান শিক্ষকদের উন্নীত বেতন স্কেল নির্ধারণে অফিস খরচ শিক্ষকরা নিজেরাই করবে। সহকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নেয়ার ব্যাপারে বলেন, সহকারী শিক্ষক সমাজ তাদের বেতন স্কেল নির্ধারণে রিট করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে ৫শ' টাকা করে উঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে মতো তারা প্রতিনিধির মাধ্যমে সে টাকা উঠাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে অন্যান্য অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।